শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

সুরেশঃ শরণং শর্ম বিশ্বরেতাঃ প্রজাভবঃ।
অহঃ সংবৎসরো ব্যালঃ প্রত্যয়ঃ সর্বদর্শনঃ ॥ ২৩

শাংকরভাষ্য : সুরাণাং দেবানামীশঃ *সুরেশঃ* সুপপদো বা রাধাতুঃ শোভনদাতৃণামীশঃ সুরেশঃ। আর্তানামার্তিহরণত্বাৎ *শরণং*।

পরমানন্দরূপত্বাৎ *শর্ম*।

বিশ্বস্য কারণত্বাৎ *বিশ্বরেতাঃ*।

সর্বাঃ প্রজা যৎসকাশাদুদ্ভবন্তি স *প্রজাভবঃ*।

প্রকাশরূপত্বাদ্ *অহঃ*।

কালাত্মনা স্থিতো বিষ্ণুঃ *সংবৎসর* ইত্যুক্তঃ।

ব্যালবদ্ গ্রহীতুমশক্যত্বাদ্ *ব্যালঃ*।

প্রতীতিঃ প্রজ্ঞা *প্রত্যয়ঃ* 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐতরেয়োপনিষৎ ৩।৫।৩) ইতি শ্রুতেঃ।

সর্বাণি দর্শনাত্মকানি অক্ষীণি যস্য স *সর্বদর্শনঃ*, সর্বাত্মকত্বাৎ; 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' (শ্বেতাশ্বতর ৩।৩) 'বিশ্বাক্ষং' (নারায়ণোপনিষৎ ১৩।১) ইতি শ্রুতেঃ।

ভাবানুবাদ : ভূমার প্রতি জিজ্ঞাসা কীভাবে হয়? শাস্ত্র স্পষ্ট দ্বিধাহীন ভাষায় উত্তর দিয়েছেন, 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক'। জীবনযাপনের নৈতিক শুদ্ধতাই জীবকে নিয়ে যায় অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার উত্তরণে। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যমুনি বলেছেন, 'সৎকর্মপরিপাকাৎ'—কর্মশুদ্ধির ফলস্বরূপ। এই প্রসঙ্গেই এসে যায় প্রাণের শুদ্ধির কথা। অসুঃ (অস্ উন্) শব্দের অর্থ শ্বাস বা প্রাণ। প্রাণ যত শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, ততই তা পবিত্রতাস্বরূপ, সত্যসুন্দর ঈশ্বরের পথেই যায়। প্রাণ যত দেহের, ইন্দ্রিয়ের বা ভোগের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তত তা অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। "অসুষু প্রাণেষু রমন্তে ইতি অসুরাঃ।" অনিয়ন্ত্রিত মন, উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ তথা অন্তঃকরণের বশীভূত প্রাণীই অসুর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান ওই আচরণশুদ্ধির জন্য চব্বিশটি গুণের উল্লেখ করে বলেছেন, ওইগুলির অনুশীলন করলে দৈবীসম্পদের বিকাশ হয়: "ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত" (১৬।১,২,৩)। ওইসব দৈবীগুণসম্পন্ন মানুষের প্রশংসা করে বলেছেন, এই দৈবীসম্পদ মুক্তির এবং আসুরীসম্পদ সংসারে বন্ধনের হেতু। এই ভাষাতেই পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে ডেকেছেন 'সুরেশ' সম্বোধনে। অর্থাৎ নারায়ণ সুরের (দেবতার) ঈশ্বর, দেবের ধন—'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'। মদনমোহনাষ্টকমে যেমন রয়েছে "জয় ধীরধুরন্ধর অদ্ভুতসুন্দর দৈবতসেবিত